আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন বিলোপ দিবস উপলক্ষ্যে
জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বাণী –

২৫ নভেম্বর ২০০৫

নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বিশ্বব্যাপী ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। এটি নিয়মতান্ত্রিক বৈষম্য ও অসাম্যের সবচেয়ে বর্বর প্রকাশ যা মেয়েরা তাদের প্রাত্যাহিক জীবনে ও আইনগত ক্ষেত্রে ক্রমাগত মোকাবেলা করে চলেছে। এটি জাতি, শ্রেণী, বর্ণ, আয় নির্বেশেষে সকল দেশে, অঞ্চলে ও সংস্কৃতিতে ঘটে চলেছে।

জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা সমগ্র সমাজের জন্যও ক্ষতিকারক। এটি নারীদের উৎপাদন কাজে নিজেদের সম্পৃক্ত করা থেকে বিরত রাখে এবং মেয়ে শিশুদের স্কুলে যাবার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। এটি নারীদের অনিরাপদ ও বাধ্যতামূলক যৌন সম্পর্কে জড়াতে বাধ্য করে, যা এইচআইভি/ এইডস বিস্তরের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান কারণ। এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেসহ সম্পূর্ণ পরিবারের ওপর দীর্ঘস্থায়ী ও গভীর প্রভাব ফেলে। সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ বিধানের ক্ষেত্রে নারীর প্রতি ক্ষতিকর প্রভাবের ওপর আলোকপাত করার জন্য বিশ্বের সরকারসমূহ, জাতিসংঘ সংস্থাসমূহ এবং সুশীল সমাজের কর্মীরা আজ থেকে শুরু হওয়া জেন্ডার সহিংসতার বিরুদ্ধে ১৬ দিনের আন্দোলন কর্মসুচিকে ব্যবহার করছেন।

নারী ও মেয়ে শিশুর বিরুদ্ধে সকল প্রকার সহিংসতা নির্মূলে তাদের প্রচেষ্টাকে দ্বিগুন করতে সেপ্টেম্বর বিশ্ব সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ অঙ্গীকার করেন। আমরা জানি এর জন্য নারীর প্রতি সহিংসতাকে গ্রহণযোগ্যতা প্রদানকারী অতি সাধারণ ও গভীরে প্রথিত ধ্যানধারণাসমূহ দুর করতে হবে। এর অর্থ হল নেতৃবৃন্দ এ অভিমত ব্যক্ত করবেন যে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা কোন অবস্থাতেই এবং কোন অজুহাতেই সহ্য করা হবে না। আসুন নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রতিরোধের এই আন্তর্জাতিক দিবসে এ লক্ষ্য অর্জনে আমরা আমাদের নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করি।

** ** **